ইউনিট ১০

সামাজিক মূল্যবোধ ও সমাজকর্মের মূল্যবোধ

ভূমিকা

মানুষ কাজ করে বিশ্বাসের ভিত্তিতে। যদি সে বিশ্বাস করে যে, কাজটি করলে তার ভাল হবে তবে সে কাজটি করবে, আর যদি মন্দ হয় তবে সে ঐ কাজ করবে না। আবার সমাজ জীবনে মানুষ আদর্শ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে চায়। আদর্শ পরিপন্থী কাজকে সে সমর্থন করে না। মানুষের এ সমস্ত বিশ্বাস ও আদর্শের সমষ্টি হলো মূল্যবোধ, যা তাকে কাজে পরিচালিত করে এবং অন্যের কাজের ভাল মন্দ বিচার করে। মূল্যবোধ সমাজের অলিখিত, সর্ব-সম্মত ও বিমূর্ত সিদ্ধান্ত যা সমাজ ভেদে পার্থক্য সূচিত হয়। সামাজিক মূল্যবোধ সামাজিক মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। সমাজকর্ম একটি সক্ষমকারী পেশা। সমাজকর্মীর পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন এর নৈতিক বিধিমালা বা পেশাগত মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। সমাজকর্মের মূল্যবোধগুলো দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা ও চর্চার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। উন্নত বিশ্বের যে সমস্ত দেশে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃত সেখানে সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় সমাজকর্মীরা কেবলমাত্র পেশাগত মূল্যবোধ অনুসরণ করে সমাজের মানুষের কল্যাণ করতে চায়।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হল -

পাঠ-১০.১ ঃ সামাজিক মূল্যবোধের প্রকৃতি
পাঠ-১০.২ ঃ প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ সমূহ
পাঠ-১০.৩ ঃ সমাজকর্মের মূল্যবোধের বিকাশ
পাঠ-১০.৪ ঃ সমাজকর্মের মূল্যবোধ বা নৈতিক বিধিমালাসমূহ
পাঠ-১০.৫ ঃ সমাজকর্ম অনুশীলনে মূল্যবোধের ভূমিকা।

পাঠ-১০.১ ঃ সামাজিক মূল্যবোধের প্রকৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ ১০.১ঃ১ সামাজিক মূল্যবোধের সংজ্ঞা দিতে পারবেন

☞ ১০.১ঃ২ সামাজিক মূল্যবোধের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১০.১ঃ১ সামাজিক মূল্যবোধ কি?

সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের অন্যতম ভিত্তি। মূল্যবোধ হচ্ছে বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতির সমষ্টি যা ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কাজে পরিচালিত করে এবং অন্যের কাজের ভাল মন্দ বিচারের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়। মূল্যবোধ, ব্যক্তিদল, পরিবার, সমষ্টি, সমাজ, পেশা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সকল পর্যায়েই থাকে। মূল্যবোধ ছন্দময় এবং পরিবর্তনশীল। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মূল্যবোধ ভিন্ন হতে পারে। এটি সম্পূর্ণ বিমূর্ত। তবে দলীয়, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক বিধি-বিধান, আইন, নীতি ইত্যাদিতে সংশ্লিষ্ট মূল্যবোধের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

সামাজিক মূল্যবোধ হলো সমাজের সদস্যদের সিংহভাগের সর্ব সম্মত বিশ্বাস, আদর্শ, নীতি ইত্যাদির সমষ্টি যা তারা ভাল বলে গ্রহণ করে। সমাজের মানুষের ভাল মন্দ আচরণ বিচারের মানদন্ড হলো সামাজিক মূল্যবোধ। এটি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এস সি ডডের ভাষায়, সামাজিক মূল্যবোধ হলো ঐ সমস্তরীতি নীতির সমষ্টি যা ব্যক্তি সমাজের কাছে আশা করে এবং সমাজ ব্যক্তির কাছ থেকে লাভ করে। আবার, এম আর উইলিয়ামস বলেছেন যে, "মূল্যবোধ হলো মানুষের ইচ্ছার একটি মানদন্ড যার আদর্শে মানুষের আচরণ ও আইন কানুন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সমাজে মানুষের কাজের ভাল মন্দ বিচার করা হয়"।

সামাজিক মূল্যবোধ হঠাৎ করে গড়ে ওঠে না। তেমনি হঠাৎ করে এর পরিবর্তনও ঘটে না। বরঞ্চ দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন উপাদানের যৌথ প্রভাবে এটি গঠিত ও পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে ভৌগলিক পরিবেশ, জলবায়ু, স্থানীয় মানুষের বৈশিষ্ট্য, সমস্যা, চাহিদা ও সম্পদ, যাতায়াত ও যোগাযোগ, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ধর্ম বিশ্বাস, দুর্যোগ, যুদ্ধ ইত্যাদি প্রভাবকারী উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। তবে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধেও পরিবর্তন ঘটে। ব্যক্তি ও সমাজের অভিন্ন আকাংখার অভিব্যক্তিই হলো সামাজিক মূল্যবোধ। মূল্যবোধের স্বাতন্ত্রের কারণে একটি সমাজকে অন্যান্য সমাজ হতে আলাদা করা যায়।

১০.১ঃ২ সামাজিক মূল্যবোধের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য

সামাজিক মূল্যবোধের বিভিন্ন সংজ্ঞা হতে এর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়। সাধারণভাবে এগুলো হলো -

১. সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে সমাজের সদস্যদের বিশ্বাস ও আদর্শের সমষ্টি।
২. ইহা মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করে।
৩. মানুষের আচরণ বিচারের মানদন্ড হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ মূল্যবোধের মাপকাঠিতে মানুষের কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়।
৪. সামাজিক মূল্যবোধ মূলতঃ বিমূর্ত, অলিখিত এবং সংখ্যা গরিষ্টের সমর্থিত আচরণ বিধি।
৫. স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সামাজিক মূল্যবোধ ভিন্ন হয়ে থাকে। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে এর মধ্যেও পরিবর্তন আসে।
৬. সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিটি সমাজেই থাকে।

সার-সংক্ষেপ

সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের বিশ্বাস ও আদর্শের সমষ্টি যা মানুষকে কাজে পরিচালিত করে এবং অন্যের ভালমন্দ বিচারের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি সংখ্যাগরিষ্ট সমাজসদস্যের সম্মত, বিমূর্ত, অলিখিত আচরণ বিধি। একে সমাজের ভিত্তি বলা চলে। সময় ও সামাজিক পরিবর্তনের কারণে সামাজিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হয়। তবে সামাজিক মূল্যবোধ দীর্ঘ দিনের চর্চার মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং প্রয়োজনে পরিবর্তিত হয়। সামাজিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক মূল্যবোধ বিশেষভাবে জড়িত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

শূন্যস্থান পূরণ করুন -

১. সামাজিক —— সমাজের অন্যতম ভিত্তি।
২. স্থান-কাল-পাত্র ভেদে —— —— হতে পারে।
৩. মূল্যবোধ মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক —— নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মূল্যবোধের —— ঘটে।
৫. সামাজিক —— সাথে সামাজিক —— বিশেষভাবে জড়িত।

পাঠ-১০.২ ঃ প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ ১০.২ঃ১ বাংলাদেশে প্রচলিত মূল্যবোধসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.২ঃ১ বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধসমূহ

সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে বলতে যেয়ে **এইচ ডি স্টেইন** উল্লেখ করেছেন যে, জনগণ যে বিষয়ে আগ্রহী, যা তারা কামনা করে, অত্যাবশ্যক মনে করে, যার প্রতি সকলে শ্রদ্ধাশীল এবং যে কাজ করে তারা তৃপ্তি পায় তাই হলো সামাজিক মূল্যবোধ। প্রতিটি সমাজেরই নিজস্ব মূল্যবোধ আছে যদিও তা ভিন্ন ভিন্ন তবুও এগুলোর মধ্যে সাধারণ কিছু মূল্যবোধ সব সমাজেই লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক শিষ্টাচার, ন্যায়বিচার, সততা, পরম সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, উদারতা, সময়ানুবর্তিতা, দানশীলতা, শৃংখলাবোধ, শ্রমের মর্যাদা, গণতন্ত্র, উদারতা, ক্ষমাশীলতা, দেশাত্মবোধ ইত্যাদি মানবিক সুকুমারবৃত্তির চর্চা ও লালন বিশ্বের সকল সমাজেই আছে।

বাংলাদেশের সমাজেরও এর নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। এ সকল মূল্যবোধ এদেশের মানুষের প্রয়োজন ও পছন্দ চর্চার মধ্য দিয়ে এবং দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে গড়ে উঠেছে। অন্যান্য সমাজবাসীর মতো বাংলাদেশী জনগণও তাদের নিজস্ব মূল্যবোধ অনুসরণ করে বসবাস করে এবং এগুলো তাদের অহংকারও বটে।

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে যে সমস্ত মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায় সেগুলো হলো-

১. **সামাজিক ন্যায়বিচার ঃ** বাংলাদেশের মানুষ সমাজে বসবাস করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও প্রাপ্তির আশায়। এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামীণ দরিদ্র ও নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও ন্যায় বিচারের প্রতি এদের রয়েছে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। গ্রাম বাংলার সালিশ ব্যবস্থা এবং শিক্ষিত, সনাতনী ও ধর্মীয় নেতার মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা এদেশের অন্যতম ঐতিহ্য।

২. **পরিবার ও সমষ্টি ব্যবস্থাপনা ঃ** সামাজিক জীবন যাপনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে পরিবার ও স্থানীয় জনসমষ্টির নিয়ম নীতি ও নিয়ন্ত্রণকে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়। আধুনিকতা ও শহরায়নের বিস্তার ঘটা সত্ত্বেও পারিবারিক সিদ্ধান্ত ও সমষ্টির অনুমোদন ছাড়া বাংলাদেশীদের খুব কম কাজই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

৩. **বয়োজ্যেষ্ঠদের মর্যাদা দেওয়া ঃ** বয়োজ্যেষ্ঠদের মর্যাদা দেওয়া এদেশের অন্যতম একটি মূল্যবোধ। এ কারণে যারা প্রবীণ তাদেরকে বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সমাজে ও পরিবারে তাঁদের সিদ্ধান্তের গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৪. **আয়োজিত বিবাহ ঃ** বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে পারিবারিক সিদ্ধান্তের উপর জোর দেয়া হয়। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী নিজেরা নয় বরঞ্চ বিবাহের আয়োজন পরিবারের মুরব্বীরাই করে থাকেন। এ ধরনের বিবাহের আয়োজনই সমাজবাসী পছন্দ করে।

৫. **ধর্মের ওপর আস্থা ঃ** ধর্ম নির্বিশেষ বাংলাদেশীরা নিজ নিজ ধর্মের প্রতি অত্যন্ত আস্থাশীল। যে কোন কাজে বা উদ্যোগে স্রষ্টা ও ধর্মীয় অনুভূতির প্রভাব এদেশে অত্যন্তবেশী। যে কারণে বৈষম্য ও দারিদ্রের মধ্যে থেকেও মানুষ কেবলমাত্র স্রষ্টার ওপর আস্থা রেখে নিজেকে সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত মনে করে।

৬. **মহিলাদের পর্দা প্রথা ঃ** এদেশের মহিলারা বিশেষভাবে প্রৌঢ়া ও প্রবীণ মহিলারা পর্দার মধ্যে থাকতে বেশী আগ্রহী থাকেন। এখানে মানুষের বিশ্বাস হলো নারী মাত্রেরই কিছুটা হলেও পর্দার মধ্যে থাকা উচিৎ।

৭. **সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা ঃ** যে সকল মানুষ বেশ কিছু দিন যাবৎ বা হঠাৎ করে সমস্যার মধ্যে পড়ে তাদের সহযোগিতা করাই হলো অন্যান্য সমাজ সদস্যদের দায়িত্ব, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এই ধারণা বিদ্যমান যে মানুষকে সাহায্য করাই অন্যান্য সমাজকর্মীদের দায়িত্ব।

সার-সংক্ষেপ

সামাজিক মূল্যবোধ ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হলেও সকল সমাজেই সাধারণ কিছু মূল্যবোধ লক্ষ্য করা যায়। সততা, ন্যায় বিচার, উদারতা, দানশীলতা, দেশাত্মবোধ, গণতন্ত্র, শ্রমের মর্যাদা ও সহমর্মিতা ইত্যাদি সব সমাজের মূল্যবোধের মধ্যে দেখা যায় বাংলাদেশের সমাজেও এগুলো আছে। এছাড়া নারীর পর্দা প্রথা, আয়োজিত বিবাহ ব্যবস্থা, পরিবার ও সমাজের কর্তৃত্ব ধর্মীয় অনুশাসন, প্রবীণদের মর্যাদাদান এদেশের অন্যতম সামাজিক মূল্যবোধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সত্য/মিথ্য নির্ণয় করুন -

১. মানুষ সমাজে বসবাস করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও প্রাপ্তির আশায়।
২. বয়োজেষ্ঠ্যদের মর্যাদা দেওয়া এদেশের অন্যতম একটি মূল্যবোধ।
৩. বাংলাদেশে মুরব্বীরা নয় বরঞ্চ পাত্র-পাত্রী নিজেরা বিবাহের আয়োজন করে।
৪. এদেশের মানুষের বিশ্বাস হলো নারী মাত্রই কিছুটা হলেও খোলামলার মধ্যে থাকা উচিৎ।
৫. বাংলাদেশের সমাজে বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধ বিদ্যমান।

পাঠ-১০.৩ ঃ সমাজকর্মের মূল্যবোধের বিকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

☞ ১০.৩ঃ১ সমাজকর্ম পেশায় অনুশীলনে মূল্যবোধের বিকাশ সাধন কিভাবে হলো তা বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.৩ঃ১ সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধের বিকাশ

সমাজকর্মের পেশাগত বিবর্তন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে। পেশাগত বিবর্তনের এক পর্যায়ে সমাজকর্ম পেশার নৈতিক বিধিমালা বা মূল্যবোধ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯২১ সালে। সমাজকর্ম পেশার অন্যতম রূপকার মেরী রিচমন্ড উল্লেখ করেন যে, আমাদের এমন কিছু বিধিমালা থাকা প্রয়োজন, পেশাগত তৎপরতা পরিচালনা ক্ষেত্রে যা আমরা মেনে চলবো। কারণ এ ধরনের বিধিমালার অভাবে সমাজকর্ম পেশার সামাজিক মর্যাদা নিচে নেমে যাবে। ১৯২৩ সালে ব্যক্তি সমাজকর্মীদের জন্যে একটি বিধিমালা প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন না হলেও সমাজকর্মের নৈতিক বিধিমালা বা মূল্যবোধ প্রণয়নে এটি ছিল একটি প্রারম্ভিক প্রয়াস।

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি ১৯৬০ সালে প্রণয়ন ও গ্রহণকরে সমাজকর্মের নৈতিক বিধিমালা। সমাজকর্ম পেশা অনুশীলণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধগুলো নৈতিক বিধিমালাতেই পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। পরবর্তীতে সমাজকর্মীরা তাদের পেশাগত তৎপরতা এ বিধিমালার আলোকেই পরিচালনা করতে শুরু করেন। মার্কিন সমাজকর্মী সমিতি ছাড়াও বৃটেন, কানাডা, জার্মানী, অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশের সমাজকর্মীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় অনুশীলনের সুবিধার্থে সমাজকর্মের মূল্যবোধ বা নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন করে। তবে বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে মার্কিন জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি প্রণীত বিধিমালা অনুসরণ করা হয়।

সময়, চাহিদা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে নৈতিক বিধিমালার বিভিন্ন পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হয়েছে। কেননা পেশা হিসেবে যে সমস্তদেশে সমাজকর্ম স্বীকৃত এবং যেখানে সমাজকর্ম পেশার অনুশীলন করা হয় সেখানে সমাজকর্মীদরকে পেশাগত সংগঠনের কাছ থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হয়। সদস্য হিসেবে প্রতিবছর এ সদস্যপদ নবায়নের সময় সমাজকর্মীরা অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও সুবিধা অসুবিধার কথা সংগঠনের অবগতিতে আনেন। সংগঠনের যোগ্য ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব এর ভিত্তি নৈতিক বিধিমালার সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সমাজকর্ম পেশার অনুশীলন যুগ উপযোগী করার জন্যে এ ধরনের সংশোধন অত্যন্ত প্রয়োজন।

১৯৬০ সালে গ্রহীত বিধিমালার সংস্কার সাধন করা হয়েছে বেশ ক বার। প্রথম সংশোধন করা হয় ১৯৭৯ ও ১৯৮৩ সালে। এরপর ১৯৯০ সালেও বিধিমালায় কিছু পরিবর্তন করা হয়। সর্বশেষ পরিমার্জন করা হয় ১৯৯৬ সালে। বর্তমানে সর্বশেষ পরিমার্জিত নীতিমালা অনুসরণ করা হচেছ সমাজকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে।

বাংলাদেশে সমাজকর্ম পেশা হিসেবে স্বীকৃত নয় এবং সমাজকর্মের বাস্তব অনুশীলন ও এদেশে হয় না। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজকর্ম শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রচলন আছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও সমাজকর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এ কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের মূল্যবোধ ও নৈতিক বিধিমালা সম্পর্কে পঠন পাঠন করা হয়। এ দেশে মার্কিন জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি প্রণীত নৈতিক বিধিমালা অনুসরণ করা হয়।

সার-সংক্ষেপ

সমাজকর্মের পেশাগত অনুশীলনের প্রয়োজনে এক পর্যায়ে গ্রহণ করা হয় নিজস্ব মূল্যবোধ ও নৈতিক বিধিমালা। মার্কিন জাতীয় সমাজকর্মী সমিতিই প্রথম ১৯৬০ সালে নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন ও গ্রহণ করে। মার্কিন সমিতির নীতিমালা পরবর্তীতে বেশ কয়েকবার পরিমার্জন করা হয়েছে। ১৯৭৯, ১৯৮০, ১৯৯০ এবং সর্বশেষ ১৯৯৬ সালে বিধিমালার সংশোধন আনা হয়েছে। বাংলাদেশে সমাজকর্ম অনুশীলন স্বীকৃত না হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে নৈতিক বিধিমালা পঠন-পাঠন করা হয়। এদেশে মার্কিন জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির বিধিমালাকেই অনুসরণ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. সমাজকর্ম পেশার নৈতিক বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়-
   ক. ১৯২০ খ. ১৯২১ গ. ১৯২২
২. সমাজকর্ম পেশার অন্যতম রূপকার -
   ক. মেরী রিচমন্ড খ. ফ্রিডল্যান্ডার গ. এইচ. বি ট্রেকার
৩. প্রথম ১৯৬০ সালে কোন সমিতি নৈতিক বিধিমালা প্রণয়ন ও গ্রহণ করে।
   ক. ইংল্যান্ডের সমাজকর্মী সমিতি খ. আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি গ. ফ্রান্সের জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি
৪. সর্বশেষ কতসালে বিধিমালা পরিমার্জন করা হয়
   ক. ১৯৯৬ খ. ১৮৯৬ গ. ১৭৯৬

পাঠ-১০.৪ ঃ সমাজকর্মের মূল্যবোধ বা নৈতিক বিধিমালাসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

☞ ১০.৪ঃ১ সমাজকর্মের মূল্যবোধ বা নৈতিক বিধিমালাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

১০.৪.১. সমাজকর্ম পেশার মূল্যবোধ বা নৈতিক বিধিমালা

সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের ক্ষেত্রে মার্কিন জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি সাধারণ ১০টি মূল্যবোধ উল্লেখ করেছে। এগুলো হচ্ছে

১. **সমাজে ব্যক্তির মূখ্য মর্যাদার প্রতি গুরুত্ব প্রদান ঃ** প্রতিটি সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য আছে। তবে প্রতিটি ব্যক্তিরই নিজস্ব মর্যাদা আছে এবং সমাজকর্মী তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন।

২. **সামাজিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন সাধন ঃ** সমাজে বসবাসকারী মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে সমাজকর্মী দরকারী সামাজিক পরিবর্তন সাধনে জনগণকে সহায়তাদান করবেন।

৩. **সমাজবাসীর শারীরিক মানসিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণবিধান এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা ঃ** সমাজের সকল মানুষের সবধরনের মঙ্গল সাধন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার প্রতি সমাজকর্মী সচেষ্ট থাকবেন।

৪. ব্যক্তি ও দলের বৈচিত্রের স্বীকৃতি ও মর্যাদাদানঃ সমাজে বসবাসকারী মানুষ ও দলের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিল থাকলেও অনেক পার্থক্য ও বৈচিত্র আছে। এ স্বাভাবিক বিষয়টিকে সমাজকর্মীদেরকে স্বীকার করতে হবে এবং এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।

৫. **ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রণের সামর্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ঃ** প্রতিজন মানুষের মধ্যে তার নিজ সমস্যার সমাধানের দরকারী সম্পদ ও সামর্থ আছে। এ সত্যটি সকল সমাজকর্মীকে মনে রাখতে হবে। পাশাপাশি, ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে তাদের নিজ নিজ সমস্যা নিজেদের দ্বারা সমাধান ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দিতে হবে।

৬. **জ্ঞান ও দক্ষতা বিতরণের প্রতি আগ্রহী ঃ** প্রত্যেক সমাজকর্মীকে সেবা গ্রহীতা এবং অন্যান্যদের মধ্যে জ্ঞান ও দক্ষতা বিতরণ ও ভাগাভাগি করার মানসিকতা রাখতে হবে। কেননা এভাবেই পারস্পরিক জ্ঞান-দক্ষতা সমৃদ্ধ করা সহজ ও সম্ভব হয়।

৭. পেশাগত অনুশীলনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করাঃ সমাজকর্মী তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ও আবেগ অনুভূতি কর্মক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন। তা না হলে সমস্যার সঠিক ও বাঞ্ছিত সমাধান দেওয়া সম্ভব হবে না।

৮. **গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি যত্নবান ঃ** সেবা গ্রহীতাদের বিভিন্ন তথ্য ও তৎপরতা গোপন রাখার ব্যাপারে সমাজকর্মীদেরকে যত্নবান থাকতে হবে। সকল সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৯. **সেবা প্রদানের ধৈর্য্যশীল ও অটল থাকা ঃ** সমাজকর্মীদেরকে সেবা গ্রহীতাদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ধৈর্য্যশীল হতে হবে এবং কাজে লেগে থাকতে হবে। কোন প্রতিকূল অবস্থায়ই হতাশ হওয়া চলবে না।

১০. **উচ্চমান সম্মত ব্যক্তিগত ও পেশাগত আচরণ ঃ** সমাজকর্মীদেরকে পেশাগত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উঁচুমানের ব্যক্তিগতও পেশাগত আচরণ করতে হবে। যাতে করে সেবাগ্রহীতা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির কাংখিত কল্যাণ বিধান করা সম্ভব হয়।

আবার সমাজকর্ম পেশার মৌলিক মূল্যবোধগুলোকে মার্কিন সমাজকর্মী সমিতি উল্লেখ করেছে এভাবে;

১. সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সেবাদান করা,
২. সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সহায়তা করা,
৩. ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যদান করা,
৪. মানবীয় সম্পর্কের গুরুত্ব প্রদান করা,
৫. বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরশীল আচরণ করা এবং
৬. পেশাগত মান সমুন্নত রাখা।

সার-সংক্ষেপ

সমাজকর্ম অনুশীলনের নির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধ আছে। মার্কিন জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি এ সকল মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রণয়ন করেছে নৈতিক বিধিমালা। ব্যক্তি মর্যাদার স্বীকৃতিদান, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার, প্রয়োজনীয় সেবাদান, গোপনীয়তা বজায় রাখা, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দান, বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল আচরণ করা, পেশাগত মান বজায় রাখা ইত্যাদি হলো সমাজকর্মীদের পেশাগত মূল্যবোধ। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সহায়তা ও সেবা প্রদানের বেলায় এগুলো অত্যন্ত কার্যকরী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন-

১. সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের ক্ষেত্রে মার্কিন জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি সাধারণ —— মূল্যবোধ উল্লেখ করেছে।
২. প্রতিটি ব্যক্তিরই নিজস্ব —— আছে।
৩. প্রতিটি মানুষের মধ্যে তার নিজ সমস্যা সমাধানের দরকারী —— ও —— আছে।
৪. সমাজকর্মী তার আবেগ ও অনুভূতি কর্মক্ষেত্রে —— রাখবেন।

পাঠ-১০.৫ ঃ সমাজকর্ম অনুশীলনে মূল্যবোধের ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

☞ ১০.৫ঃ১ সমাজকর্ম অনুশীলনে পেশাগত মূল্যবোধের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১০.৫ঃ১ সমাজকর্ম অনুশীলনে পেশাগত মূল্যবোধের ভূমিকা

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা। এটি মানুষকে এমনভাবে সাহায্য করে, যাতে করে মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি মূল্যবোধ হলো বিশ্বাস ও আদর্শের সমষ্টি যা মানুষকে কাজে পরিচালিত করে, নিয়ন্ত্রণ করে এবং কাজের ভাল-মন্দ বিচারের মাপ-কাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পেশাগত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পেশাগত মূল্যবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সমাজকর্মীরা এ সকল মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাদের ভূমিকা পালন করে থাকে। পেশাগত অনুশীলনের যে সমস্ত ক্ষেত্রে মূল্যবোধ বিশেষ ভূমিকা রাখে তা নিচে তুলে ধরা হলো -

১. **সেবা গ্রহীতা ঃ** সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে মূল্যবোধ সমূহ সমাজকর্মীকে পরিচালনা করে। সেবা গ্রহীতা ব্যক্তির মর্যাদা দান, গ্রহণ, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারদান, গোপনীয়তা রক্ষা করা ইত্যাদি মূল্যবোধ সমাজকর্মী মেনে চলে। সাহায্য প্রার্থীরা এ কারণে সমাজকর্মীর ওপর আস্থা স্থাপন করে।

২. **সংস্থা ঃ** সমাজকর্মী যে সংস্থার সাথে কাজ করে সেখানে কিছু মূল্যবোধ সহায়তা দান করে সংস্থার নীতিমালা ও কর্মসূচির প্রতিশ্রদ্ধা জ্ঞাপন, সম্পদের সদ্ব্যবহার, সন্তোষজনক পেশাগত মান বজায় রাখা ইত্যাদি এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **পেশাগত সহকর্মী ঃ** সংস্থার অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে মূল্যবোধ সমাজকর্মীদেরকে সাহায্য করে। পারস্পারিক শ্রদ্ধা বোধ, অযাচিতভাবে সহকর্মীর কাজে হস্তক্ষেপ না করা, সহযোগিতাদান করা, সেবাগ্রহীতাকে সহায়তা দানে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করা ইত্যাদি এখানে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে।

৪. **সমাজকর্ম পেশা ঃ** সমাজকর্মীকে তার নিজ পেশার পতি শ্রদ্ধাশীল, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আন্তরিক, দায়বদ্ধ এবং উৎকর্ষ বিধানে সচেষ্ট থাকতে হয় পেশাগত মূল্যবোধ ও বাধ্যবাধকতা থাকে।

৫. **অন্যান্য পেশার সহকর্মী ঃ** সমাজকর্ম ভিন্ন অন্যান্য পেশাদারী ও সহকর্মীদের সাথে সমাজকর্মীকে বিভিন্ন সংস্থায় কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রেও পেশাগত মূল্যবোধ সমাজকর্মীকে দিক নির্দেশনা দান করে নিজ পেশার মর্যাদা সমুন্নত রাখা, অন্যান্য পেশাদারীদের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করা, গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা ইত্যাদি মূল্যবোধ সমাজকর্মীকে মেনে চলতে হয়।

৬. **বৃহত্তর জনসমষ্টি ঃ** সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজ তথা জনসমষ্টির কাজে সমাজকর্মীদের একটি দায়বদ্ধতা আছে। সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তাদান, ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, শারীরিক মানসিক সামাজিক সেবা প্রদান করা, সামাজিক বৈচিত্রের স্বীকৃতিদান, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ইত্যাদি মূল্যবোধ সমাজে সমাজকর্মীর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

সার-সংক্ষেপ

পেশাগত মূল্যবোধ সমাজকর্মকে সমাজের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়তা করে। বস্তুত, পেশাগত মূল্যবোধের শক্তিতেই সমাজকর্ম বিশ্বে পেশা হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত। সেবা গ্রহীতা, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, পেশাগত ও অন্যান্য সহকর্মী, সমাজকর্ম পেশা এবং বৃহত্তর জনসমষ্টির সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে পেশাগত মূল্যবোধ সমাজকর্মীকে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। পেশাগত মূল্যবোধসমূহ সমাজকর্মীকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে যে সমাজকর্মীরা মান সম্মত সামাজিক সেবা প্রদানে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. সমাজকর্ম একটি-
   ক. পেশা খ. সাহায্যকারী পেশা গ. বিজ্ঞান

২. সমাজকর্মীরা যে সকল মাপকাঠির ভিত্তিতে তাদের ভূমিকা পালন করেন তাকে বলে -
   ক. মূল্যবোধ খ. পেশাগত মূল্যবোধ গ. নিয়ন্ত্রণ

৩. সমস্যাগ্রস্থ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে যে বিষয় পরিচালনা করে তাহলো -
   ক. সামাজিক আইন খ. সামাজিক নিরাপত্তা গ. সামাজিক মূল্যবোধ

৪. সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৃহত্তর জনসমষ্টির কাজে সমাজকর্মীদের -
   ক. দায়বদ্ধতা আছে খ. দায়বদ্ধতা নেই গ. সম্পদ

৫. পেশাগত মূল্যবোধসমূহ সমাজকর্মীকে নিয়ন্ত্রণ করে-
   ক. মানসম্মত সামাজিক সেবা প্রদানে খ. জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে গ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য।

অনুশীলনী
ইউনিট ১০

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কি বুঝায়?

২। সামাজিক মূল্যবোধের প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

৩। বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক মূল্যাবোধ গুলো কি কি?

৪। সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধের বিকাশ সংক্ষেপে তুলে ধর।

৫। সমাজকর্মের মূল্যবোধ বা পেশাগত নৈতিক বিধিমালা গুলো বর্ণনা কর।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ঃ

১। সামাজিক মূল্যবোধ কাকে বলে ?

২। বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধগুলোর নাম কর।

৩। সমাজকর্মের পেশাগত মূল্যবোধ বলতে কি বুঝ?

৪। সেবা গ্রহীতা কারা?

উত্তরমালা : ইউনিট - ১০

পাঠ - ১০.১ ঃ ১. মূল্যবোধ, ২. মূল্যবোধ, ভিন্ন, ৩.আচরণ, ৪. পরিবর্তন ঘটে, ৫. উন্নয়নের, মূল্যবোধ।

পাঠ - ১০.২ ঃ ১. সত্য ২. সত্য ৩. মিথ্যা ৪. মিথ্যা ৫. সত্য

পাঠ - ১০.৩ ঃ ১. খ. ১৯২১, ২. ক. মেরী রিচমন্ড, ৩. খ. আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতি, ৪. ক. ১৯৯৬ ৫. গ. আমেরিক।

পাঠ - ১০.৪ ঃ ১. ১০টি ২. মর্যাদা ৩. সম্পদ ও সামর্থ ৪.নিয়ন্ত্রণ ৫. হতাশ

পাঠ - ১০.৫ ঃ ১. খ. সাহায্যকারী পেশা, ২. খ. পেশাগত মূল্যবোধ, ৩. গ. সামাজিক মূল্যবোধ ৪. ক. দায়বদ্ধতা আছে, ৫. ক. মান সম্মত সামাজিক সেবা প্রদানে।